Journal of Humanities and Social Science, PUST

ISSN No.

Faculty of Humanities and Social Science

Pabna University of Science and Technology, Pabna

Date: 25.02.2023

Call for Papers

Volume 01, 2023

Journal of Humanities and Social Science, PUST is a Multidisciplinary faculty Peer-reviewed Journal of faculty of Humanities and Social Science in Pabna University of Science and Technology. The journal aims at providing a platform and encourages the emerging scholars and academicians to share their professional and academic experiences. The journal accepts a wide variety of scholarly articles on various fields of studies like social science and humanities.

The articles received for publication are referred to two specialists (not below the status of Professor/Associate Professor of Public University) for assessment and review. Those, which are recommended by two reviewers, are finally selected for publication on the basis of editorial approval.

Guidelines for the contributors:

Manuscripts should be prepared consistent with the following guidelines:

1. All papers must be submitted for review by **30 March, 2023.**
2. The submitted manuscript should be original, plagiarism free and contribute to some new dimensions in the field of scholarship and it is not published or under consideration for publication elsewhere.
3. Three (3) hard copies of the article and soft copy in Microsoft Word format in Compact Disk (CD) are to be submitted to the Chief Editor of Journal of Humanities and Social Science, PUST. The soft copy should be mailed to the following mail address: jhss@pust.ac.bd
4. Use a 12 point Times New Roman font with one-and-half line spacing, and one-inch margins throughout the manuscript. Manuscripts should not exceed 8000 words, allinclusive. All pages, except the title page, should include page numbers centered at the bottom of each page.
5. The first page of the manuscript should include the title of the manuscript and complete contact information for each author with author name, designation, affiliation, full postal address, email address, and telephone number. The corresponding author should be clearly noted in the case of multiple authors.
6. The second page of the manuscript should include the title of the manuscript, an abstract of maximum 250 words, and five to seven keywords or short phrases that accurately reflect the content of the manuscript. Abstracts should reflect the original theme, methods used, and findings of the paper which can be used for indexing purpose.

7. The paper should include the Introduction, Review of the Literature, Research Methods, Empirical Results, Discussions and Implications.
8. Incorporate headings and sub-headings throughout the manuscript to aid readability.
    - First-order headings should be left aligned and all capital letters.
    - Second-order headings should be left aligned and use both upper and lower case letters.
    - Third-order headings should be left aligned italic and use sentence case letters.

9. **Referencing Style:**
   Referencing style for **(English Version Paper)** should follow the author-date system by using the APA (American Psychological Association) style of referencing. The references should begin on a new manuscript page in **A to Z** format, with the heading REFERENCES appearing left aligned at the top of this page.

   Examples by Type

   Periodicals**:** Periodicals include items published on a regular basis, such as journals, magazines, newspapers, and newsletters.

   General reference form:
   Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp– pp. doi:xx.xxxxxxxxxx

   Books, Reference Books, and Book Chapters:
   This category includes books and reference books such as encyclopedias, dictionaries, and discipline-specific reference books.

   General reference form:
   Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.
   Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx
   Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx
   Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher.

   Technical and Research Reports:
   Technical and research reports, like journal articles, usually cover original research, but may or may not be peer reviewed.

   General reference form:
   Author, A. A. (1998). Title of work (Report No. xxx). Location: Publisher.

   Meetings and Symposia
   Symposium:
   Contributor, A. A., Contributor, B. B., Contributor, C. C., & Contributor, D. D. (Year, Month). Title of contribution. In E. E. Chairperson (Chair), Title of symposium. Symposium conducted at the meeting of Organization Name, Location.

Paper presentation or poster session:

Presenter, A. A. (Year, Month). Title of paper or poster. Paper or poster session presented at the meeting of Organization Name, Location.

Doctoral Dissertations and Master's Theses

For a doctoral dissertation or master's thesis available from a database service, use the following reference template:

Author, A. A. (2003). Title of doctoral dissertation or master's thesis (Doctoral dissertation or master's thesis). Retrieved from Name of database. (Accession or Order No.)

For an unpublished dissertation or thesis, use the following template:

Author, A. A. (1978). Title of doctoral dissertation or master's thesis (Unpublished doctoral dissertation or master's thesis). Name of Institution, Location.

Reviews and Peer Commentary

Reviewer, A. A. (2000). Title of review [Review of the book Title of book, by A. A. Author]. Title of complete work, xx, xxx–xxx.

For further information on APA styles, authors may visit following websites:

- ✓ http://www.bibme.org/citation-guide/apa/
- ✓ http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx

তথ্যনির্দেশ রীতি (বাংলা ভাষায় রচিত গবেষণা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে)

বই-পুস্তক : বেআইনী, নিবন্ধনহীন প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত সহজলভ্য, পাইরেটেড, চটুল সংস্করণের বই অথবা গাইড/ নোট বই জাতীয় বই গবেষণায় ব্যবহার বরা যাবে না।

অক্ষর বিন্যাস : A4 কাগজের মাপে, Sutonny MJ ফন্টের ১৪ সাইজে প্রবন্ধের অক্ষরবিন্যাস করতে হবে। কম্পোজ হবে No Spacing স্টাইলে। পঙক্তিতে পঙক্তিতে স্পেস হবে ১.৫ ; পৃষ্ঠার চার পাশে মার্জিন রাখতে হবে ১ ইঞ্চি করে।

উদ্ধৃতির আকার : উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে আলাদা অনুচ্ছেদ তৈরি করে দিতে হবে। শব্দসংখ্যা ৩০-এর নিচে হলে উদ্ধৃতিচিহ্নের মাধ্যমে মূল পাঠের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটক-সৃষ্টিশীল রচনার উদ্ধৃতি : কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটক-সৃষ্টিশীল ইত্যাদি রচনার উদ্ধৃতি দানের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র লেখার কৌশল নিম্নরূপ : একটি লেখায় বিভিন্ন কবি-লেখকের উদ্ধৃতি দানের ক্ষেত্রে :

(কাজী নজরুল ইসলাম 'সাম্যবাদী', ২০১০ : ৩০)

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কল্পনা', ২০১১ : ৩৫)

একটি লেখায় একই কবি-লেখকের একক গ্রন্থ/ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ থেকে উপর্যুপরি উদ্ধৃতি দানের ক্ষেত্রে :

('বলাকা' ২০১২ : ১৯)

('ক্ষণিকা' ২০১৪ : ৩৫)

Journal of Humanities and Social Science, PUST
ISSN No.
Faculty of Humanities and Social Science
Pabna University of Science and Technology, Pabna

সাধারণ উদ্ধৃতি ও প্যারাফ্রেজিং : কোনো লেখা থেকে বিশেষ ভাব, বক্তব্য গ্রহণ করে থাকলে অর্থাৎ প্যারাফ্রেজিং করে থাকলে অথবা উদ্ধৃতি গ্রহণ করে থাকলে সেক্ষেত্রে গৃহীত বক্তব্য বা উদ্ধৃতির পাশে সূত্র নির্দেশ করতে হবে এভাবে : (ড. অজিত কুমার ঘোষ, ২০১০ : ১১৬); এর দ্বারা বোঝাচ্ছে ড. অজিত কুমার ঘোষের ২০১০ সালে প্রকাশিত গন্থের ১১৬ পৃষ্ঠা থেকে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য, ধারণা বা ভাব অথবা উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু গবেষকের মূল লেখায় লেখকের (যাঁর উদ্ধৃতি) নামের উল্লেখ থাকলে উদ্ধৃতির পর শুধু সন ও পৃষ্ঠা নম্বর বসবে। যেমন : এ-প্রসঙ্গে ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেন, '… … …' (২০১০ : ১২০)।

বিদেশি নামের ব্যবহার : বিদেশি নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের শেষ নাম ব্যবহার করে তথ্যসূত্র প্রদান করতে হবে। বিদেশি নাম বলতে বোঝানো হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরের নামসমূহকে। যেমন : (Achebe ১৯৯৩ : ২০)

একাধিক লেখক : কোনো বই বা লেখার দুই বা তিন জন লেখক হলে দুই বা তিন জনের নামই উল্লেখ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দুটি বা তিনটি নাম 'ও' দ্বারা যুক্ত করতে হবে। যেমন : 'আধুনিক কবিতা বিষয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেন : ' … …' (আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৯২ : ৯); বিদেশি নামের ক্ষেত্রে 'and' যুক্ত করতে হবে।

তিনের অধিক লেখক : কোনো বই বা লেখার তিনের অধিক লেখক হলে প্রথম লেখকের নামের সঙ্গে 'অন্যান্য' শব্দটি লিখতে হবে ; স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করতে হবে। ইংরেজি লেখক ও বইয়ের ক্ষেত্রে লিখতে হবে : (Ashcroft et al 2008 : 10)

একাধিক সুত্রের উল্লেখ : এক সঙ্গে দুই বা ততোধিক লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বইয়ের বক্তব্যের সারাংশ গ্রহণ করলে তথ্যসূত্র লেখার সময় প্রতিটি সুত্রকে সেমিকোলন দিয়ে আলাদা করতে হবে। যেমন : 'ভাবাদর্শগতভাবে আধুনিক কবিতার সমালোচকবৃন্দ মূলত প্রতীকচ্যকেন্দ্রিক।' (বুদ্ধদেব বসু ১৯৮১; দীপ্তি ত্রিপাঠী ১৯৬৩)। এ-ক্ষেত্রে সর্বশেষ রচিত ও প্রকাশিত বইয়ের তথ্য প্রথমে যুক্ত হবে। অর্থাৎ সাম্প্রতিক থেকে ক্রমশ পুরোনো বইয়ের তথ্য প্রদান করতে হবে।

সম্পাদিত গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রের লেখা থেকে : সাময়িকপত্র ও সম্পাদিত গ্রন্থে প্রকাশিত কোনো লেখা থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত হয়ে থাকলে সহায়ক লেখার লেখক-নামের পাশে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ বা সাময়িকীর প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর লিখতে হবে। প্রবন্ধের শেষে সংযোজিত রচনাপঞ্জিতে সাময়িকপত্র বা সম্পাদিত গ্রন্থের দরকারী তথ্য হাজির করতে হবে। অর্থাৎ গবেষক তাঁর প্রবন্ধে সূত্র উল্লেখ করবেন : (নির্মাল্য বাগচী ১৯৯৭ : ১০৭) অর্থাৎ ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে নির্মাল্য বাগচীর উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে। নির্মাল্যের লেখাটি যেহেতু সম্পাদিত বইয়ের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু প্রবন্ধের শেষে রচনাপঞ্জিতে পূর্ণাঙ্গ তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে : নির্মাল্য বাগচী (১৯৯৭), 'ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা', উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক, (সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ), কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।

সাময়িকপত্র থেকে গৃহীত লেখার সূত্র লিখতে হবে এভাবে : (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২০০৬ : ৪১); অর্থাৎ ২০০৬ সালে প্রকাশিত লেখা থেকে উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করা হয়েছে; লেখাটি যেহেতু নতুন দিগন্ত পত্রিকা থেকে গৃহীত সেহেতু প্রবন্ধের শেষে রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে এভাবে : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০৬), 'জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি', নতুন দিগন্ত, (সম্পাদনা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী), এপ্রিল-জুন, ঢাকা।

দ্বৈতীয়িক উৎসজাত তথ্য : কোনো লেখকের লেখা থেকে অন্য কোনো লেখকের লেখার উদ্ধৃতি গ্রহণ করলে উদ্ধৃতি উপস্থাপনের সময় মূল লেখকের (অর্থাৎ যে-লেখকের বক্তব্য) নাম উল্লেখ করে আরম্ভ করতে হবে। যেমন : ১৮৫৯ সালে ছোট লাটকে লেখা এক চিঠিতে বিদ্যাসাগর বলেন, '(An impression appears to have gained ground, both here and in England, that enough has been done for the education of the higher classes and that attention should now be directed towards the education of the masses.' বিনয় ঘোষ ১৯৭৩ : ৪৪৩)। এর দ্বারা বোঝাবে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যটি গৃহীত হয়েছে বিনয় ঘোষের ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বইটি থেকে। এটি গ্রহণ করা হয়েছে বিনয় ঘোষের বিদ্যাসাগর বাঙালি সমাজ বই থেকে। উল্লেখ্য, কেবল অতিশয় বিরল তথ্য-উপাত্ত দানের ক্ষেত্রে এ ধরনের দ্বৈতীয়িক বা ত্রৈতীয়িক উৎস থেকে উদ্ধৃতি ও সূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

দৈনিক পত্রিকার তথ্য : দৈনিক পত্রিকার বেনামী প্রতিবেদন বা সংবাদ থেকে গৃহীত তথ্যের ক্ষেত্রে সূত্র লিখতে হবে এভাবে : (প্রথম আলো ২০১০ : ২)। রচনাপঞ্জিতে সহায়ক পত্র-পত্রিকার তালিকায় প্রকাশনা বিবরণ যুক্ত করতে হবে। তবে লেখক-নাম যুক্ত থাকলে লেখক-নাম ব্যবহার করে সূত্র লিখতে হবে;

Journal of Humanities and Social Science, PUST
ISSN No.
Faculty of Humanities and Social Science
Pabna University of Science and Technology, Pabna

ধরা যাক, দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা থেকে ইফতেখার মাহমুদের একটি প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সূত্র লিখতে হবে, যেমন : (গোলাম মুর্তোজা ২০১৩ : ৩); রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে এভাবে : বিশ্বজিৎ চৌধুরী (২০১৩), দৈনিক প্রথম আলো, (সম্পাদক : মতিউর রহমান), ৩ জানুয়ারি, ঢাকা।

মাঠকর্মভিত্তিক তথ্য : গবেষণা কর্তৃক সম্পাদিত মাঠকর্মের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পরিবেশনের ক্ষেত্রে লেখক মূল লেখায় মাঠকর্মের প্রসঙ্গ উল্লেখ করবেন। পরবর্তী সময় আবারও তথ্য-উপাত্তের সূত্রোল্লেখের দরকার পড়লে সূত্র লিখবেন এভাবে : (গবেষক ২০১৩)–এর দ্বারা বোঝাবে গবেষকের ২০১৩ সালে সম্পাদিত মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত গৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধের যেঅংশে/অনুচ্ছেদে লেখক প্রথমবার মাঠকর্মের প্রসঙ্গ টানবেন সে-অংশের পাদটীকায় মাঠকর্ম সম্পর্কিত দরকারী ভাষ্য উপস্থাপন করবেন।

সাক্ষাৎকার : প্রবন্ধে কোনো লেখক-কবির মুদ্রিত সাক্ষাৎকার ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সূত্র উল্লেখ করতে হবে এভাবে : (হাসান আজিজুল হক ১৯৯২ : ১২); অর্থাৎ ...সালে হাসান আজিজুল হক সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি উপস্থাপন করেছেন। রচনাপঞ্জিতে সাক্ষাৎকারগ্রন্থের অথবা যে-প্রকাশনায় সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়েছে তার বিবরণ হাজির করতে হবে। সাক্ষাৎকার অমুদ্রিত হলে লিখতে হবে : (হাসান আজিজুল হক ১৯৯২ : ১২)। এসব ক্ষেত্রে পাদটীকায় সাক্ষাৎকার গ্রহণের কারণ, তারিখ, সময়, স্থান ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

একই সনে একজন লেখকের একাধিক লেখা : একজন লেখকের একই সনে লিখিত দুই বা ততোধিক বই অথবা একই সনে রচিত দুই বা ততোধিক লেখা যদি ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে লেখার পার্থক্য করার জন্য সনের সঙ্গে ক, খ, গ/ধ, ন, প ইত্যাদি স্বাতন্ত্র্যসূচক অক্ষর যুক্ত করতে হবে। যেমন : চিনুয়া আচিবের দুটি লেখা ১৯৬৩-তে বেরিয়েছে–একটি উপন্যাস, অন্যটি প্রবন্ধ; একটি প্রবন্ধে যদি দুটিই ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে প্রবন্ধে সূত্র লিখতে হবে এভাবে : (Achebe 1993a : 20), Achebe 1993b : 25)। রচনাপঞ্জিতে প্রসঙ্গিক বিবরণ যুক্ত করতে হবে।

একজন লেখকের একাধিক বই পরপর : একজন লেখকের একধিক বইয়ের ভাববস্তু পরপর ব্যবহার করার ক্ষেত্রে লিখতে হবে লেখকনাম এবং কালানুক্রমিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকাল; যেমন : (বুদ্ধদেব বসু ১৯৬১, ১৯৬৬, ১৯৮১)।

একজন লেখক, একটি লেখা অনেকগুলো উদ্ধৃতি : একজন লেখকের একই লেখার উদ্ধৃতি যদি পর পর ব্যবহৃত হয় এবং গবেষকের মূল টেক্সটের বিবরণে লেখকের নামের উল্লেখ থাকে, সেক্ষেত্রে উদ্ধৃতির পাশে শুধু পৃষ্ঠা নম্বর যোগ করতে হবে।

ওয়েবসাইট ব্যবহার : ওয়েবসাইট থেকে তথ্য গৃহীত হলে উদ্ধৃতি বা তথ্যের পাশে লেখক-নাম লিখে ওয়েবসাইটের নাম লিখতে হবে। যেমন : (Jose Carlos Mariategui : www.marxists.org)। পাদটীকায় সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট বা লেখার দরকারি বিবরণ দেয়া যেতে পারে; কেননা ওয়েবসাইটে একই লেখার বিভিন্ন সংস্করণ পাওয়া যায়, পুরনো লেখা নতুন রূপে উপস্থাপন করা হয়, মূল প্রকাশকাল এবং ওয়েবে প্রকাশকালের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। যেমন : মারিয়াতেগুইয়ের লেখাটি ১৯২৮-এ রচিত; কিন্তু ২০১৩-তেও তা ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে পৃষ্ঠাঙ্কহীন নতুন ফরম্যাটে। রচনাকাল জানা থাকলে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন : (Jose Carlos Mariategui 1928 : www.marxists.org)। রচনাপঞ্জিতে লেখকের নাম, প্রকাশকাল জানা থাকলে কাল, লেখার শিরোনাম, লেখার লিংক এবং সর্বশেষ সাইট ব্যবহারের তারিখ যুক্ত করতে হবে। যেমন : (Jose Carlos Mariategui (1928), `Seven Interpretative Essays on peruvian Reality', htt://www.marxixts.org/ archive/ mariateg/ works/ 1928/ essay07.html (Accessed: 10Jun 2013)

ই-বুক : মুদ্রিত গন্থের ইমেজ বা পিডিএফ সংস্করণ করলে, সংশ্লিষ্ট বই থেকে প্রথম বার উদ্ধৃতি বা তথ্য দানের সময় পাদটীকায় তার উল্লেখ করতে হবে। ই-বুকের পৃষ্ঠা নম্বর, প্রকাশকাল ব্যবহার করতে হবে। তবে রচনাপঞ্জিতে ওয়েব ঠিকানা, লিঙ্ক ও সর্বশেষ সাইট ব্যবহারের তারিখ লিখতে হবে।

ব্লগ : সম্পাদকবিহীন ব্লগের তথ্য-উপাত্ত, লেখা ব্যবহার করা যাবে না। যদি সম্পাদক বা সম্পাদনাপর্ষদকর্তৃক স্বনামে ব্লগ পরিচালিত হয়, সেক্ষেত্রে ব্লগারের স্বনামে প্রকাশিত মৌলিক লেখা ব্যবহার করা যাবে। সূত্র উল্লেখের সময় লেখকনাম, প্রকাশকাল, ব্লগের নাম লিখতে হবে; যেমন : (রাগিব হাসান ২০১০ : বঙ্গবাণী ব্লগস্পট); রচনাপঞ্জিতে লেখকনাম, লেখার শিরোনাম, ব্লগসাইটের নাম, লিঙ্ক, সর্বশেষ সাইট ব্যবহারের তারিখ যুক্ত করতে হবে।

অনূদিত লেখা : অনূদিত লেখার ক্ষেত্রে মূল লেখকের নাম, অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা ব্যবহৃত হবে। যেমন : (হাইনরিশ হইনে ১৯৯৭ : ৬২); রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে : হাইনরিশ হাইনে (১৯৯৭),'শীত' অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ, তরবারি আমি, আমি শিখা, সম্পাদনা : শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রমা, কলকাতা;

প্রাতিষ্ঠানিক নথি ও প্রকাশনা : প্রাতিষ্ঠানিক নথি ও প্রকাশনায় লেখকনাম না থাকলে প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করতে হবে। যেমন : (বাংলা একাডেমি ১৯৯২ : ১৯); রচনাপঞ্জিতে প্রতিষ্ঠানে নাম প্রকাশকাল, নথির নাম, স্থান ইত্যাদি লিখতে হবে।

উদ্ধৃতিতে নিজস্ব ব্যাখ্যা : কোনো উদ্ধৃতিতে নিজস্ব ব্যাখ্যা যুক্ত করার দরকার হলে গবেষকের তৃতীয় বন্ধনী [...] দ্বারা ব্যাখ্যা যুক্ত করবেন।

টীকা : প্রয়োজনীয় টীকাভাষ্যসমূহ যুক্ত করতে হবে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিম্নভাগে পাদটীকা আকারে। একটি টীকার সর্বোচ্চ শব্দসংখ্যা হবে ৫০।

ফ্ল্যাপের তথ্য : বইয়ের ফ্ল্যাপের উদ্ধৃতি বা তথ্য যুক্ত করতে চাইলে মূল পাঠে গবেষক তা বিবরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করবেন। তথ্যসূত্র লেখার সময় খেয়াল রাখবেন ফ্ল্যাপটি কেউ স্বনামে লিখেছেন কিনা, লিখলে গবেষক তা বিবরণে উল্লেখ করবেন। বেনামে লিখিত হলে তাও উল্লেখ করবেন। পাদটীকায় স্পষ্ট করবেন কোন লেখকের কোন বইয়ের ফ্ল্যাপ থেকে কথাগুলো নেয়া হয়েছে। সূত্র লিখবেন এভাবে : (বইয়ের নাম, প্রকাশকাল)। ফ্ল্যাপের লেখা স্বনামে প্রকাশিত হলে তথ্যসূত্র হবে : (ফ্ল্যাপ লেখকের নাম প্রকাশকাল)। রচনাপঞ্জিতে প্রকাশনা বিবরণ উল্লেখ করবেন।

অপ্রকাশিত উৎসের তথ্য ও উদ্ধৃতি : অপ্রকাশিত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও নথিপত্র ব্যবহার করা যাবে। এসব ক্ষেত্রে গবেষকের/ নথি রচনাকারীর নাম, সন, পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে। রচনাপঞ্জিতে বিস্তারিত বিবরণ যুক্ত করতে হবে। গবেষকের/ নথি রচনাকারীর নাম না থাকলে প্রতিষ্ঠানের নাম ও সন ব্যবহার করতে হবে।

অডিও-ভিডিও : তথ্য ও উপাত্ত পরিবেশনের জন্য অডিও-ভিডিও ফরম্যাটের সহায়তা নিলে গবেষণা রচনাকারী/ নির্মাতা/ পরিচালক প্রমুখের নাম লিখবেন, তার পাশে প্রকাশকাল উল্লেখ করবেন। রচনাপঞ্জিতে রচনাকারী রচনাকারী/নির্মাতা/পরিচালক প্রমুখের নাম প্রকাশকাল অডিও-ভিডিওর শিরোনাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম ও স্থাননামের উল্লেখ করবেন। অনলাইন থেকে অডিও-ভিডিও সংগৃহীত হলে নির্মাতার নাম, প্রকাশকাল, ওয়েবসাইটের নাম লিখতে হবে। রচনাপঞ্জিতে অন্যান্য ধারা ঠিক রেখে ওয়েবসাইটের নাম ও ভিডিও লিঙ্ক উল্লেখ করতে হবে।

রচনাপঞ্জি : রচনাপঞ্জি সংযোজিত হবে প্রবন্ধের সমাপ্তিতে। এই তালিকায় গ্রন্থ, গ্রন্থভুক্ত লেখা সাময়িকী-পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাসমুহের প্রকাশনা বিবরণ সংযোজিত হবে। ইংরেজি রচনার তালিকা পেশ করতে হবে বাংলা তালিকার পর। রচনাপঞ্জিতে আকর গ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ, নথিপত্র, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, বেনামী পুস্তক, অভিধান, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা উপ-শিরোনাম ব্যবহার করা যাবে না। রচনাপঞ্জি লিখিত হবে লেখক-নামের বর্ণানুক্রমে। বিদেশী নামের শেষ নাম আগে বসবে, প্রথমনাম পরে বসবে। রচনার শিরোনাম লিখতে হবে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে। বই ও পত্রপত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে লিখতে হবে। কোনো গ্রন্থের ১ম সংস্করণ ব্যবহৃত হলে সহায়কপঞ্জিতে তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। বিশেষ সংস্করণ হলে উল্লেখ করতে হবে। বইয়ের যে-সংস্করণটি ব্যবহৃত কেবল তার প্রকাশকাল লিখতে হবে, মাসের নাম উল্লেখ করা যাবে না। পত্রিকার বর্ষ, সংখ্যা, মাস, তারিখ, সম্পাদক ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

নমুনা :

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১১), কালের পুত্তলিকা, চতুর্থ সংস্করণ, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা

আতাউর রহমান (২০০১), 'নজরুল কাব্যের শাশ্বত ও সাময়িক মূল্য', *নজরুল কবি ও কাব্য*, (সম্পা. প্রণব চৌধুরী), পুনঃমুদ্রণ, বাংলাদেশ বইঘর, ঢাকা

জসীম উদ্‌দীন (১৯৯০), জসীম উদ্‌দীনের প্রবন্ধসমূহ, প্রথম খণ্ড, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

(১৯৯২), *ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

(২০০৩), জীবন কথা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

Journal of Humanities and Social Science, PUST
ISSN No.
Faculty of Humanities and Social Science
Pabna University of Science and Technology, Pabna

জীবনানন্দ দাশ (১৯৯৮), ‘নাবিক’, *ঝরা পালক*, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র, (সংকলন ও সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ), তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা

নির্মাল্য বাগচী (১৯৯৭), ‘ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা’, *উনিশ শতকের বাঙলা জাগরণ : তর্ক, বিতর্ক*, (সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ), কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা

বিশ্বজিৎ চৌধুরী (২০১৩), *দৈনিক প্রথম আলো*, (সম্পাদক : মতিউর রহমান), ৩ জানুয়ারি, ঢাকা

সফোক্লিস (বাংলা ১৩৮৭), অনু. সৈয়দ আলী আহসান, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০৬), ‘জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি’, *নতুন দিগন্ত*, (সম্পাদনা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী), এপ্রিল-জুন, ঢাকা

হাইনরিশ হাইনে (১৯৯৭), ‘শীত’ অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ, *তরবারি আমি, আমি শিখা*, (সম্পাদনা : শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত), প্রমা, কলকাতা;

Jose Carlos Mariategui (1928), `Seven Interpretative Essayson pervianReality’, *htt://www.marxixts.org/archive/mariateg/works/1928/essay07.html* (Accessed: 10Jun 2013)

10. All equations/mathematical models included in the manuscript should be typed using equation editor of Microsoft Word. All tables, figures, graphs, or appendices should appear individually on a separate manuscript page. Please indicate the appropriate placement of tables, figures, and graphs within the text by using [Insert Table 1 about here] place on a separate text line. These should appear following the References in the following order: tables, figures, graphs, appendices.

11. The “***Author Declaration Form***” should be duly filled and signed by every author along with the summitted hard copies of the manuscrpt.

12. Authors should carefully proofread their manuscripts prior to submission. Please pay careful attention to spelling and grammar, in particular.

13. The editorial communication should be made to the following address:

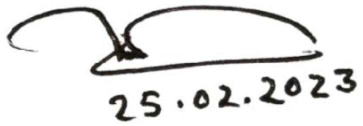

Professor Dr. Md. Habibullah
Chief Editor
Journal of Humanities and Social Science, PUST
&
Dean
Faculty of Humanities and Social Science
Pabna University of Science and Technology, Pabna
Cell: 01717 135560